গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৪৩৬

তারিখঃ ০৩ শ্রাবণ ১৪২৬
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৩/১০/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

১৯/০৯/২০১৯

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☏৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

আগস্ট ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	সকাল: ৯.৩০ মিনিট
স্থান	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ২১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।	২১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)

২.

অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	জুলাই'১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	আগস্ট'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৫	০০	০৫	০০	০১	০১	০৪	
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০৩	০২	০৫	০০	০০	০০	০৫	
বিআরটিএ	২৩	০০	২৩	০১	০২	০৩	২০	
বিআরটিসি	১৮	০০	১৮	০০	০০	০০	১৮	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-	
মোট	**৪৯**	০২	৪৯	০০	০০	০০	**৪৭**	

ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।

সিদ্ধান্ত:

(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ৪টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।

(খ) বিআরটিএ'র চলমান ২০টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৮টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ

৩.

আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার আগস্ট ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	আগস্ট ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ১৮টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ১৮টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ১৫টি এবং বিআরটিএ-তে ০৩টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।						
সওজ	৩২৪০	০৩	৩২৪৩	১০	১০	০০	৩২৩৩
বিআরটিএ	২৬১	০০	২৬১	০০	০০	০০	২৬১
বিআরটিসি	৮৯	০১	৯০	০০	০০	০০	৯০
ডিটিসিএ	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
মোট	৩৫৯১	০৪	৩৫৯৫	১০	১০	০০	৩৫৮৫

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে।	(ক) (১) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(ক) (২) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ৫৬টি কনটেম্পট মামলা ছিল। আগস্ট ২০১৯ মাসে নতুন ০৩টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৫৯টি। ৫৯টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৫টি। আগস্ট ২০১৯ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৫টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলা ছিল ১০টি। আগস্ট ২০১৯ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১০টি। তন্মধ্যে সওজের ০৪টি ও বিআরটিএ'র ০৬টি মামলা রয়েছে।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২৪০টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। আগস্ট ২০১৯ মাসে ১০টি মামলা নিষ্পত্তি এবং ০৩টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৩৩টি। সওজ অধিদপ্তরের আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলাগুলো কোন পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণপূর্বক সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার প্রতিদিনের Cause list সংগ্রহ করা হচ্ছে। অনিষ্পন্ন ৩২৩৩টি মামলার তথ্য Database এ অন্তর্ভূক্তি ও হালনাগাদ করার কাজ চলমান আছে। প্রতিমাসের নিষ্পত্তিকৃত মামলার নম্বরসহ বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সভায় উপস্থানের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) প্রতিমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার নম্বরসহ বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৬১টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। আগস্ট ২০১৯ মাসে কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৬১টি। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ অবহিত করেন ইতোমধ্যে ১৩টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে যা নকল উত্তোলনের পর্যায়ে আছে। নকল উত্তোলনের পর এগুলো নিষ্পত্তির তালিকায় দেখানো হবে। মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।	(১) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত ১৩টি মামলার নকল উঠানো ব্যবস্থা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলো ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৯টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। আগস্ট ২০১৯ মাসে ০১টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯০টি। মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বিআরটিসিতে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে সভা করার বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(১) নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বিআরটিসিতে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে সভা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান ১২ জন জনবল নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলা রয়েছে। আদালতের রায় প্রতিপালনের জন্য ডিটিসিএ-তে শূন্য পদের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ জনের নিয়মিতকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮ জনের ডিটিসিএ-তে নিয়মিতকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে আউট সোর্সিং এর শর্ত প্রত্যাহারে সম্মতি দিয়েছে। অর্থ বিভাগ গত ২৮/০৭/২০১৯ তারিখে গাড়ী চালক, ডেসপাস রাইডার এবং চেইনম্যান পদে সম্মতি প্রদান করেছে। তবে অফিস সহায়ক পদগুলোর বেতনস্কেল ভেটিংসহ আনুসাঙ্গিক কার্যাদি গ্রহণ করার জন্য মতামত দিয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।	সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৩৭	১,০৭৪	৫,৬৫৩	৬১০	৭০ (সাঃ) ৭৮ (অঃ)	৭৪৮৫	০৪ (সাঃ) ১১ (অঃ)	৭,৪৭০
বিআরটিসি	৩,১৬৪	২,১১৫	৯৫৮	৯১	-	৩,১৬৪	৫ (অঃ)	৩,১৫৯
বিআরটিএ	২৭৭	৪৩	২৩৪	-	-	২৭৭	-	২৭৭
ডিটিসিএ	২১	০৭	১৩	০১		২১	০১ (অঃ)	২০
ডিএমটিসিএল	১৪	০৪	১০	-	-	১৪	-	১৪
মোট	১০,৮২০	৩,২৪৮	৬,৮৬৯	৭০৩	১৪৮	১০,৯৬৮	২১	১০,৯৪৭

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (অডিট) জানান যে, জুলাই ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১০,৮২০। আগস্ট ২০১৯ মাসে ২০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং ১৪৮টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০,৯৪৮টি।		
	(ক) যুগ্মসচিব (অডিট ও বাজেট) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ১টি এবং খসড়া ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অগ্রগতি Followup করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিবেচ্য মাসে সওজ অধিদপ্তরের ৪টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত এবং দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি খসড়া ও ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) জোনভিত্তিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অগ্রগতি Followup অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (৩) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিতভাবে আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পেন্ডিং অগ্রিম অনুচ্ছেদসমূহের ব্রডশীট জবাব প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উপসচিব (অডিট) জানান, ব্রডশীট জবাব দ্রুত প্রেরণের সুবিধার্থে সকল অনুচ্ছেদের Audit Inspection Report (AIR) অডিট ব্যবস্থাপনা সফট ওয়্যারে আপলোড করা হয়েছে। ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।	(খ) (১) সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(গ) যুগ্মসচিব (বাজেট) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর বাজেট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবের ওপর ২৫/০৭/২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।	(গ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(ঘ) পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষ) জানান, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকের চাহিদার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক অথবা নির্বাহী প্রকৌশলীগণ জেলা প্রশাসক বরাবর অর্থ প্রদান করে থাকে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ভ্যাট/আইটি কর্তনসহ যথাযথ নিয়ম মেনে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ প্রদান করে থাকে। সড়ক বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে অডিটকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে ভ্যাট/আইটি কর্তন না করার কারণ দেখিয়ে আপত্তি দিয়ে থাকে। অডিট আপত্তিটি মূলত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হওয়া উচিৎ। সড়ক বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে অডিট আপত্তি হওয়ায় তা নিষ্পত্তিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্তে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বিস্তারিত বিষয়টি জানিয়ে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বরাবর বাজেট শাখা হতে পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্তে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বিস্তারিত বিষয় জানিয়ে মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঙ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, বিআরটিএ'র কার্যপত্রের ওপর ২২/০৫/১৯ ও ২৩/০৫/১৯ তারিখ দু'টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ৩৯টি আপত্তি নিষ্পত্তি ও ৪টি আপত্তির পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয় এবং ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে আরো একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ২৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি এবং ২টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব পুনরায় প্ররণের জন্য সুপারিশ করা হয়। ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কার্যপত্র প্রেরণের ওপর সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	(ঙ) বিআরটিএ'র ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(চ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। চলতি মাসে বিআরটিসিতে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় আয়োজনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সভায় গুরুত্বারোপ কর হয়।	(চ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় আয়োজনের সংখ্যা বাড়াতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(জ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এর বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত আছে।	(জ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>৫.</td><td colspan="2">পেনশন কেইস:
<table>
<tr><th>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা</th><th>বিগত মাস হতে আগত</th><th>বিবেচ্যমাসে আগত</th><th>মোট</th><th>বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি</th><th>অবশিষ্ট অনিস্পন্ন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৪</td><td>-</td><td>০৪</td><td>-</td><td>০৪</td><td>দীর্ঘ পেন্ডিং</td></tr>
<tr><td>সওজ অধিদপ্তর</td><td>২০</td><td>২</td><td>২২</td><td>১</td><td>২১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৫৫</td><td>০৬</td><td>১৬১</td><td>-</td><td>১৬১</td><td>গ্র্যাচুইটি</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৭৯</td><td>৮</td><td>১৮৭</td><td>১</td><td>১৮৬</td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ক.সওজ:
উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিস্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, জনাব ফারুক আহমেদ, প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী এর দীর্ঘ পেন্ডি পেনশন কেইসটি দ্রুত সময়ের মধ্যে নিস্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরো অবহিত করেন ০২ মাস পূর্বে পেনশন আদেশ জারি করার জন্য এপিএ'তে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। এক্ষেত্রে ৪ মাস বা তার আগে কার্যক্রম গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন। বিষয়টিতে নজর দেয়ার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।</td><td>(১) ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)-কে যোগাযোগ করতে হবে।
(২) নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে পেনশন আদেশ জারির লক্ষ্যে ৪ মাস বা তার পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ</td></tr>
<tr><td></td><td>খ. বিআরটিসি:
চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্যমাসে ৪৩,০৯,৪৪০.০০ (তেতাল্লিশ লক্ষ নয় হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।</td><td>প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:
ক. মহাসড়ক আইন, ২০১৯:
সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর খসড়ায় বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক ভাষার যথার্থতা প্রমিতীকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ০৫/০৯/২০১৯ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। খসড়া আইনটি "পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি" কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য শীঘ্রই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।</td><td>খসড়া আইনটি "পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি" কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য শীঘ্রই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)</td></tr>
<tr><td></td><td>খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:
সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত গঠিত কমিটির একাধিক সভা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ এর খসড়া যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত কমিটিকে সহযোগিতা করার জন্য বিআরটিএ'র অভিজ্ঞ ০২ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন দক্ষ কম্পিউটার অপারেটরেকে দায়িত্ব পালনের জন্য সংযুক্ত করতে অনুরোধ করা হয়েছে।</td><td>সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (আইন/বিআরটিএ)</td></tr>
<tr><td></td><td>গ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন:
যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ সংশোধনীসহ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে ভেটিং প্রদানসহ এস.আর.ও জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে নথি এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে। ডিটিসিএ কর্তৃক চূড়ান্ত যাচাই ও স্বাক্ষরের নিমিত্ত ডিটিসিএ'তে প্রেরণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।</td><td>ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ চূড়ান্ত যাচাই ও স্বাক্ষরের নিমিত্ত ডিটিসিএতে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) যুগ্মসচিব, ডিটিসিএ/</td></tr>
<tr><td>৭.</td><td>বৃক্ষরোপন :
প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান-
(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ২ কিলোমিটার করে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রধান বৃক্ষপালনবিদ কর্তৃক চলমান বর্ষা মৌসুমে ৩৩ সড়ক বিভাগে ২৩৭ কিলোমিটার সড়কাংশে মোট ৪,৬৪,৮০০ টি চারা রোপন কাজ শেষ হয়েছে। মহাসড়কের পার্শ্বে যে সকল জায়গায় গাছ মারা গিয়েছে সে সব জায়গায় গ্যাপ ফিলিং করার কাজ চলমান আছে এবং চলতি মাসের মধ্যেই গ্যাপ ফিলিং এর কাজ শেষ করা হবে। আমিন বাজার হতে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার মহাসড়কের প্রথম ৭ কিলোমিটার অংশে মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ ইতিমধ্যে লাগানো হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫ কিলোমিটার অংশে চলতি মাসের মধ্যেই গ্যাপ ফিলিং এর কাজ সমাপ্ত হবে। বর্ষা মৌসুমে Road মার্কিং টেকসই হবেনা বিধায় বর্ষা পরবর্তী এটি করা হবে।</td><td>(ক) (১) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।
(ক) (২) চলতি মাসেই গ্যাপ ফিলিংয়ের কাজ শেষ করতে হবে।
(ক) (৩) আমিন বাজার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত ২২</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) এর ওপর অর্থ বিভাগ এবং জনসাধারণের মতামত পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা হতে এখনো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি। (গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এর সাথে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মিডিয়ানের মৃত গাছের স্থলে ইতিমধ্যে গাজীপুর অংশে ১০০০ বাহারী গাছের চারা রোপিত হয়েছে। আরও ২০০০ হাজার গাছের চারা চলতি মাসেই রোপিত হবে। এছাড়া, ময়মনসিংহ অংশে ইতিমধ্যে আংশিক গ্যাপ ফিলিং এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশে গ্যাপ ফিলিং এর কাজ চলতি মাসেই সমাপ্ত হবে।	কিলোমটার মহাসড়কের পার্শ্বে রোপিত সৌন্দর্যবর্ধক গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (১) বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) এর ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও জনসাধারণের মতামত প্রাপ্তির নির্ধারিত সময় পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) (১) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে থোক বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) (২) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মিডিয়ানের মৃত/নষ্ট হওয়া গাছের স্থলে চলতি মাসেই চারা রোপনের কাজ শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব /যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে- (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সড়ক বিভাগসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা জানা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন।	(ক) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কী ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা আগামী সভাকে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, গত ২৬/০৮/২০১৯ তারিখ ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে অবস্থিত সওজ অধিদপ্তরের বনানী-টঙ্গী-জয়দেবপুর সড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটার থেকে ১০ম কিলোমিটার পর্যন্ত সড়ককের উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ১১০টি টিন সেড দোকান এবং ৪০টি সেমি পাকা টিনের দোকান ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এতে ১ একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা। (খ) সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে ময়মনসিংহ ও সিলেট জোনের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানকৃত এলাকায় উচ্ছেদ/অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত "ডেপুটি কমিশনার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট"এর ক্ষমতা অর্পণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। (গ) উচ্ছেদ কার্যক্রমের বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন, অধিদপ্তরের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা সকল ধরণের স্থাপনা আগামী ৬ মাসের মধ্যে উচ্ছেদ করার জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জোরালো উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) "ডেপুটি কমিশনার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট"এর ক্ষমতা অর্পণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (গ) সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় গড়ে ওঠা সকল ধরণের অবৈধ স্থাপনা আগামী ৬ মাসের মধ্যে উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, (ঢাকা/চট্টগ্রাম/ খুলনা জোন ও প্রধান কার্যালয়)
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক)রাজশাহী সড়ক জোনের আওতাধীন পাবনা সড়ক বিভাগের অধীন কাজিরহাট হতে কাশিনাথপুর ও বেড়া হয়ে বাঘাবাড়ী পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশের সওজ এর মালিকানাধীন ভূমি হতে ০১/০৮/২০১৯ তারিখে ১৬৪টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ প্রায় ১১.৭০ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৯৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার কম/বেশী।	(১) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ)তারিখে রাজশাহী সড়ক জোনের আওতাধীন পাবনা সড়ক বিভাগাধীন পাবনা বাস টার্মিনাল হতে গাছপাড়া পর্যন্ত সড়ক (শহর অংশ) এর উভয় পাশের সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ০২/০৮/২০১৯ ৭৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ১.২০ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৩০ কোটি ১০ লক্ষ টাকার কম/বেশী। (গ)পাবনা সড়ক বিভাগাধীন ঈশ্বরদী আলহাজ মোড় হতে ঈশ্বরদী রেল গেইট পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশের সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ০৩/০৮/২০১৯ তারিখে ৫১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ১.৭০ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার কম/বেশী। (ঘ)পাবনা সড়ক বিভাগাধীন দাশুরিয়া মোড় হতে লালন শাহ সেতু (পাকশী সেতু) পর্যন্ত সড়কের (এন-৭০৪) উভয় পাশের সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ০৪/০৮/২০১৯ তারিখ ১১৪টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ১.৫০ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৮ কোটি ০৮ লক্ষ টাকার কম/বেশী। (ঙ)মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন কালামপুর বাসষ্ট্যান্ড-কাওয়ালীপাড়া-বালিয়া-ওয়ার্সি-মির্জাপুর (জেড-৫০৬১) সড়কের ১১তম কিলোমিটার অংশে সড়কের উভয় পাশের সওজ এর মালিকানাধীন ভূমি হতে ২৬/০৮/২০১৯ তারিখে ৩৭৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ১০.০০ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৯৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার কম/বেশী।		জোন
	(২) (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও বর্তমানে প্রস্তুতকৃত বিষয়বস্তু নিয়ে যুগ্মসচিব (এস্টেট) সওজ'র ট্রেনিং কেন্দ্রের পরিচালকের সাথে কথা বলেছেন। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। বিষয়টি যুগ্মসচিব (এস্টেট) মনিটরিং করছেন।	(২) ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সওজের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের খুলনা জোনে একজন এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ১৮/০৭/২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (এস্টেট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেন এবং অতিসত্বর একজন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য অনুরোধ করেন।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (চট্টগ্রাম) জানান, সড়ক বিভাগ হতে উচ্ছেদের চাহিদাপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। চলতি মাসেই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে। তিনি আরো জানান, উচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। উদ্ধারকৃত জায়গায় বৃক্ষরোপন বা সওজ এর অকোজে গাড়ী/যন্ত্রপতি অথবা অস্থায়ীভাবে বিআরটিসি বাস ডিপো করার মাধ্যমে উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখা যেতে পারে মর্মে সভপতি অবহিত করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারেন।	(১) অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। (২) উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। আগস্ট ২০১৯ মাসে ১২৬৭টি মামলা দায়ের করে ৩১,৩৪,৩০০/- (একত্রিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ০৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ১২টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/
	(খ) যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করত: যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(খ) যথাযথ নিয়ম মেনে সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(গ) দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন, ২২ টি মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইদানিং ঐ সকল যান মহাসড়কে চলাচল করছে ফলে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিষয়টি জানিয়ে হাইওয়ে পুলিশ কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের পত্র প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) ২২টি মহাসড়কে ইতোপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার, নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক চলাচল বন্ধে হাইওয়ে পুলিশ কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের পত্র দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) সভাপতি অবহিত করেন যাত্রীদের সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে বিআরটিসি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন গাড়ীর অভ্যন্তরে যাত্রীদের দৃষ্টি পড়ে এমন জায়গায় ড্রাইভারের ছবি, নাম, মোবাইল নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর ঝুলিয়ে রাখা প্রয়োজন। ফিটনেস প্রদান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে দেখার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে গত সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল। চলতি মাসের ফিটনেস প্রদান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় বর্ণিত বিষয়ে না মানার কারণে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত আলাদা প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) গাড়ীর অভ্যন্তরে ড্রাইভারের ছবি, নাম, মোবাইল নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর ঝুলিয়ে না রাখার কারণে ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান। আগস্ট ২০১৯ মাসে ঢাকা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা কর্তৃক পাবনা সড়ক বিভাগ হতে ৩২ টি ও মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ হতে ২১টি, রাজশাহী সড়ক বিভাগ হতে ৩৪টিসহ সর্বমোট ৮৭টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। সকল এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১০.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) ১৬/০৭/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কনডেমনেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ীসমূহ সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তিনি আরো জানান সওজ অধিদপ্তর হতে কনডেমনেশন কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য প্রেরিত প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রণালয়ে ২৬/০৮/২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(ক) (১) অকেজো ঘোষণাকৃত ৫৫টি গাড়ী নিলামে বিক্রি সম্পন্ন করতে হবে। (ক) (২) মন্ত্রণালয়ে ২৬/০৮/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কনেডেমনেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(খ) সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা), জানান, টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	(খ) ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ৪৪টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মানের লক্ষ্যে প্রাক্কলন অনুযায়ী সড়ক বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ দিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মানের লক্ষ্যে দ্রুত জায়গা নির্বাচন করার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।	(গ) (১) শেড নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক্কলন অনুযায়ী সড়ক বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ দিতে হবে। (গ) (২) গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন সমাপ্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১১.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, TO & E-তে অন্তর্ভুক্তপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	TO & E-তে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের বিষয় দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	খ. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিত করণ: যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, আদালতের রায় অনুযায়ী ১২ জন কর্মচারি নিয়মিতকরণের বিষয়ে ইতোমধ্যে ৪ জন কর্মচারিকে নিয়মিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮ জন কর্মচারির নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। সম্মতিপত্র এ বিভাগ হতে ডিটিসিএতে প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে ৮ জন কর্মচারির নিয়মিতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	গ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, আগামী অর্থবছরের জন্য ড্রাইভিং টেষ্ট বোর্ডের সদস্যদের সম্মানীর প্রস্তাব অর্থ বিভাগ হতে জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে বিআরটিএ হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাজেট অধিশাখায় প্রেরণ করা হলে এ বিভাগের বাজেট অধিশাখা হতে ২৩/০৫/২০১৯ তারিখে অর্থ বরাদ্দে জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১২.</td><td>

সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):

উপসচিব (অডিট) জানান-

১৯.০৮.২০১৯ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৮-১৯ এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়। লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অনুকূলে প্রমাণকসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৮-১৯ এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে এ বিভাগের এপিএ টিম ও এপিএ বিশেষজ্ঞ পুল সদস্যদের পর্যালোচনায় আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক এপিএ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। উল্লেখ্য, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৯-২০ অর্থবছরের শুরু থেকেই আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের এপিএ স্বাক্ষর ও বাস্তবায়নে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে আসছে।
- আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক এপিএ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এপিএ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা'র প্রধানগণ-কে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যায়। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, সওজ অধিদপ্তরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনেক। এক্ষেত্রে জোন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই জোন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হলে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণ-কে প্রণোদনা হিসাবে প্রশংসাপত্র, Crest, Letter of Appreciation এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১ম প্রান্তিকের অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনার সভা আহবানের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।

</td><td>

(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক এপিএ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এপিএ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা করবে।

(গ) এপিএ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা হিসাবে প্রশংসাপত্র, Crest, Letter of Appreciation এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরে ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১ম প্রান্তিকের অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনার সভা আহবান করতে হবে।

</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)</td></tr>
<tr><td></td><td>

(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান। NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়নে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কাম্য।

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য
২.৩	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	৬০ জন	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।
২.৪	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩০ জন	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।
৫.২	বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার-এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩০.০৯.১৯	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন।
৫.৩	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি ৪ অনুসারে "ডেজিগনেটেড অফিসার" নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩০.০৯.১৯	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন।
৬.১	প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	৩০.০৯.১৯	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন।
৮.২	শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	৮টি	লক্ষ্যমাত্রা হতে অর্জন পিছিয়ে আছে।

NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের এবং ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা সভা আহবানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন।

</td><td>

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।

(খ) ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা সভা আহবান করতে হবে।

</td><td>সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) Grivance Redress System - GRS : ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, আগস্ট ২০১৯ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ০৯টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। ০৯টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ০৯টিই বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত অভিযোগের মধ্যে ০৯টি অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (আইন) জানান, বিআরটিএ'র বেশিরভাগ অভিযোগই ভাড়া আদায় সংক্রান্ত। এ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন, ভাড়া আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে ইতোপূর্বে বিআরটিএ হতে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে। (৩) ভাড়া আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে বিআরটিএ'র করণীয় বিষয়ে পূর্বের নির্দেশনার আলোকে কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(ঘ) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসহ এ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) iBAS++ এ এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান আছে। উপসচিব (বাজেট) এন্ট্রি কার্যক্রম সমন্বয় করছেন। iBAS++ সিস্টেমে বর্তমানে কোনো সমস্যা না থাকায় এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) iBAS+ এ এন্ট্রি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট) যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশিঃ)
	(ঙ) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড: সভাপতি জানতে চান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর বদলী হওয়ার পর কে দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। সভাপতি বোর্ডের গতিশীলতা আনায়নের জন্য দ্রুত বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ করার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং দ্রুত সভা আহবানের করতে বলেন।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালা প্রণয়নের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)
	(চ) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের Public Sevrice Innovation সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট ও ডেক্স কর্মকর্তা মনোনীত নেই। এ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন, জনাব আব্দুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) Public Sevrice Innovation এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, উপসচিব (সওজ গেজেডেট ও সংস্থাপন) ডেক্স কর্মকর্তা হিসেব দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	(১) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) জনাব আব্দুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) Public Sevrice Innovation এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, উপসচিব (সওজ গেজেডেট ও সংস্থাপন) ডেক্স কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (সওজ গেজেটড ও সংস্থাপন)
	(ছ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, আগস্ট'১৯ মাসে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৬৫৭টি নথি ও ৪৫৮টি পত্রজারি, সওজ অধিদপ্তর ১৫২টি নথি ও ১৫৮টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৫৯টি নথি ও ৭১টি পত্রজারি, বিআরটিসি ৭৩টি নথি ও ১৮টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ৭টি নথি ও ৫টি পত্রজারির মাধ্যমে ই-ফাইল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সিস্টেম এনালিস্ট সভাকে অবহিত করেন, দপ্তর/সংস্থার ই-নথি কার্যক্রম কমে গিয়েছে দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। দপ্তর সংস্থার ই-ফাইল কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(জ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): (১) যুগ্মপ্রধান জানান, সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় এ বিভাগের জনাব চন্দন কুমার দে, অতিরিক্ত সচিব অংশগ্রহণ করেছেন। সভার কার্যপত্র/নির্দেশনার আলোকে এ বিভাগের করণীয় বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভায় এ বিভাগের প্রতিনিধি অংশগ্রহণের বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভায় এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অথবা মনোনীত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সভায় অংশগ্রহণের মনোনয়ন প্রদানকালে সভা অংশগ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সংক্ষিপ্তে একটি প্রতিবেদন/ছোট একটি ব্রীফ সচিব বরাবর দাখিল করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যপত্র/নির্দেশনার আলোকে এ বিভাগের করণীয় বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভায় কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানকালে সভার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন/ছোট একটি ব্রীফ সচিব বরাবর দাখিল করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা
১৩.	**বিবিধ:** **ক. বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসিএল বাবদ ২০১১-১২ অর্থবছর হতে জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ৭,১৯,০০,০০০/- (সাত কোটি উনিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আগস্ট'২০১৯ মাসে ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় আগামী সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে। এজেন্ডাটি আগামী সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশিঃ)
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি অবহিত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে Rapid Pass Card এর উদ্বোধন করেন। এটির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে Rapid Pass Card ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা করা প্রয়োজন। (২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, Rapid Pass কার্ড ব্যবহারে প্রযুক্তিগত জটিলতা সমাধানের লক্ষ্যে ডিটিসিএ, বিআরটিসির কর্মকর্তাদের উপস্থিতে ২০/০৮/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কাজ চলমান। (৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, বিআটিসি'র এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Rapid Pass কার্ড ব্যবহারে প্রযুক্তিগত জটিলতা সমাধান করতে হবে। (৩) (ক) ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (৩) (খ) বিআরটিএ'র মতামতের আলোকে বিআরটিসি'র এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	গ. ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। আগস্ট ২০১৯ এর ১ম সপ্তাহের মধ্যে ৪র্থ Floor এর রুফ স্লাব ঢালাই সম্পূর্ণ হয়েছে। অগ্রগতি ৩৫.৬৩%। ভবন নির্মাণ চলমান প্রক্রিয়া বিধায় এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশিঃ)
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টরদের নিকট হতে বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদেরকে চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও দীর্ঘদেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। শর্তভঙ্গের দায়ে কাদের বিরুদ্ধে এবং কি ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার সুনিষ্ট তথ্য আগামী সভাকে অবহিত করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শর্তভঙ্গের দায়ে কার বিরুদ্ধে এবং কী ধরণের ব্যবস্থা	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		নেয়া হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	
	ঙ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও পত্রের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কাযক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিও পত্রের আলোকে মন্ত্রণালয় হতে দপ্তর/সংস্থা এবং দপ্তর/সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে দিক নির্দেশনা দেয়া এবং বিষয়টি মনিটর করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দিক নির্দেশনা দিতে হবে। (২) ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর মনিটর করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	জ. মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপন সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন), জানান চলমান কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হবে। এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার ওপর সভার গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশিঃ)
	ঝ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ১১/০৪/২০১৯ তারিখে রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনরায় পত্র প্রেরণ কার্যক্রম চলমান আছে।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউককে পুনরায় পত্র দিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ঞ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ ইনডেক্সটি সভাকক্ষের প্রজেক্টরে উপস্থাপন করেন। ইনডেক্সটি প্রস্তুত করায় সভাপতি সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং সড়ক সম্পর্কিত আরো হালনাগাদ তথ্য অনর্ভুক্তি জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ট. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: (১) শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭২টি শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ২৩টি, ২য় শ্রেণির ২২টি, ৩য় শ্রেণির ১৫টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১২টি শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ২২টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি মোট ৬টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২টি পদ সংরক্ষণ করে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর অবশিষ্ট ১৪টি পদ পূরণ করা হবে। সম্প্রতি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩২ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করায় বর্তমানে শূন্য ২৭টি পদ পরবর্তীতে পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২ টি পদের মধ্যে ১৩৮টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরীভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য ৩০/০৮/২০১৯ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৭ম ও ৯ম গ্রেডের বিভিন্ন পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ০২/০৮/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১০ম থেকে ১৭তম গ্রেডের কর্মচারিদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টকে অনুরোধ করা হয়েছে। ডিটিসিএ'র রাজস্ব খাতে আউটসোসিং এর মাধ্যমে ২০টি অফিস সহায়ক, ১১টি গাড়ীচালক, ১টি ডেসপাস রাইডার এবং ১টি চেইনম্যান নিয়োগের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৯ অনুমোদনের পর অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **বিআরটিসি:** ২৫৮৮টি শূন্যপদের মধ্যে ১৬তম গ্রেডের ৩০২ জন অপারেটর (চালক) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবশিষ্ট শূন্যপদগুলো বিআরটিসি'র আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১১৮টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ৪টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসি থেকে সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে এবং ২য় শ্রেণির ১৮টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসির সুপারিশ পর্যায়ে রয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির ১৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২০টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যান্য পদগুলো সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে।	(১) শূন্যপদ পুরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নক
	সওজ অধিদপ্ত: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৪৪০৪টি শূন্য পদের মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী (ক্যাডার) এর ৬৩ পদ বিসিএসের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য ১ম শ্রেণির শূন্যপদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ২য় শ্রেণির উপসহকারী প্রকৌশলীর ১৪৫টি শূন্য পদের মধ্যে ৮২টি শূন্য পদ পূরণে চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। সিকিরিউটি অফিসার এর ১টি ও সিকিউরিটি গার্ড এর ৬৪টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ওয়ার্কচার্জড সংস্থাপনে কর্মরত কর্মচারিদের চাকুরী সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান থাকায় ৪০২২টি শূন্য পদে বর্তমানে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে আদালতে চলমান মামলার রায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের পর অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
	ঠ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তদসময়ে এ বিভাগের প্রশাসন শাখা হতে সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা হতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছে। নির্দের্শনাসমূহ নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ে ২০/০৮/২০১৯ তারিখে উক্ত কমিটি একটি সভা করেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সদস্যগণকে স্ব স্ব মন্তব্য/সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।	দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলে আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত করার প্রস্তাব সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। নথি উপস্থাপন পর্যায়ে রয়েছে।	প্রস্তাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্দির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সিনিয়স সহকারী প্রধান জানান এক্সেলেলোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ০৩/০৯/২০১৯ তরিখে অনুমোদিত হয়েছে।	এক্সেলেলোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন প্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ডিপিপি সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থ সংস্থান পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, (ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা আব্যাহত রয়েছে। (খ) যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	(ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ: নির্দেশনা ৭: রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে আগামী ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেরারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, রাইড শেয়ারি সার্ভেস নীতিমালা-২০১৭ এর অনুচ্ছেদ-৬ অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যুর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের এ্যাপ্লিকেশনে ট্যাক্সক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন ২০১০ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়ার বিষয়টি যাচাই করে অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সার্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।	রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর অধীনে খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত করতে গঠিত কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।	কমিটি কর্তৃক যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ঢাকা মহানগরীসহ ডিটিসিএভুক্ত এলাকার যানজট নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ডিটিসিএ ১৬/০৬/২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত কমিটির সভা আহ্বান করবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনের জন্য ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।	ডিটিসিএ আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব